দৈনিক বাংলা
৩৩
৮৮-০৪৯-A
তারিখ ১9 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সংসদে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতাঃ ৫০৪৬ কোটি

রাজস্ব বাজেটে ৪৩৪

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ৮৬-৮৭ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট, ৮৭-৮৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট এবং ১৯৮৭-এর অর্থবিল উপস্থাপন অনুমোদন করেন

(বিশেষ সংবাদদাতা)

অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইদুজ্জামান গতকাল জাতীয় সংসদে ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য ৪৯১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট পেশ করেছেন। এতে রাজস্ব উদ্বৃত্তের

বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ১০-এর পৃষ্ঠায়

পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৪৩৪ কোটি টাকা। এই উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও ৫০৪৬ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ সংস্থানে ৪১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। বাজেটে নতুন রাজস্ব ও কর আরোপের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এই নতুন কর আরোপে দেশের জনগণের কোন গোষ্ঠীর জন্যই অসহনীয় চাপ সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি এই বাজেটকে দারিদ্র বিমোচনের বাজেট বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৮৭-৮৮ সালের রাজস্ব

৪১৬ কোটি টাকার কর প্রস্তাব

হাসপাতালে ফিঃ গ্যাসের দাম রেল ভাড়া বৃদ্ধিঃ কতিপয় ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস

(স্টাফ রিপোর্টার)

অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান গতকাল জাতীয় সংসদে ৪১৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মধ্যে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, রেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়া শতকরা ১০ ভাগ এবং অভ্যন্তরীণ ডাকমাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া চা, চিনি, গুঁড়া ও ঘনীভূত দুধ, সাদা-কালো ও রঙীন টিভির দাম বাড়বে। বাজেটে সকল সরকারী হাসপাতালে ইনডোর ও আউটডোর রোগীর ভর্তি ফি এবং টিকেট ফি আরোপ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে এছাড়া দেশী মিলের কস্ত, বৈদ্যুতিক বালবের শুল্কও বাড়ানো হবে।

বিরোধী দলীয় সদস্যের প্রবল আপত্তি ও হৈ হট্টগোলের মধ্যে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, কতিপয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে চলতি বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না। অর্থলগ্নিকারী সংস্থাসমূহের নতুন বিনিয়োগও আশানুরূপ হয়নি। ফলে আগামী বছরের মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তিনি জানানঃ বাংলাদেশে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

089-B

টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

কোটি টাকা উদ্বৃত্ত

বাজেটে মোট আয় ধরা হয়েছে ৪৯১৫ কোটি টাকা। এই অর্থের মধ্যে করখাত থেকে আসবে ৪১৪০ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে পাওয়া যাবে ৭৭৫ কোটি টাকা।

আগামী অর্থবছরে মোট রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে এককভাবে শিক্ষা-খাতে সর্বোচ্চ ৭৭৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রতিরক্ষা খাতে ৭৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কর্মকমে ৩৪২ কোটি ৬১ লক্ষ, বৈদেশিক ঋণের সুদ ২৯৮ কোটি ৭৯ লক্ষ এবং অপ্রত্যাশিত ব্যয় ২৫৩ কোটি টাকা (যার একটি প্রধান অংশ সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতায় ব্যয় হবে) উল্লেখযোগ্য।

সার্বিকভাবে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ। অপর পক্ষে এই আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছে মাত্র শতকরা ৪ দশমিক ২ ভাগ। এই অসংগতিকে অর্থমন্ত্রী জাতীয় অর্থনীতি ও বাজেট সংক্রান্ত নীতিমালার একটি প্রধান দুর্বল দিক বলে উল্লেখ করেছেন। রাজস্ব ব্যয় নির্বাহের পর ৪৩৪ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্বৃত্ত থাকবে।

আগামী অর্থবছরের বাজেটের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী ৮৭-৮৮ সালের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকায় মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা ব্যয় বেড়েছে ১২ ভাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

চলতি অর্থবছরেও সামগ্রিক দ্রব্যমূল্য ও সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়ের উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। সেসঙ্গে অব্যাহত থাকে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মাথাপিছু আয় ৪২২০ টাকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

চলতি বাজার মূল্য অনুযায়ী বর্তমান অর্থ বছরে (৮৬-৮৭) মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হবে ৪,২২০ টাকা। মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির এ হার গত অর্থ বছরের (৮৫-৮৬) তুলনায় ১১ দশমিক ৩৮

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

বেড়েছে ১২ ভাগ

(১-এর পৃঃ পর)

শতাংশ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপে (৮৬-৮৭) জাতীয় আয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এ বছর মোট দেশজ উৎপাদন হবে ৪৩,১২৬ কোটি টাকা। গত অর্থ বছরে (৮৫-৮৬) মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫,৭১২ কোটি টাকা এবং এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ০১ শতাংশ। এ বছর (৮৬-৮৭) বৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ।

জাতীয় আয় সম্পর্কে জরীপে বলা হয়েছে, দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী অবদান পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে কৃষি খাত ছাড়া অন্যান্য সব খাতেরই অবদান বেড়েছে। কৃষি খাতে পাট ছাড়া আর সব ফসলেরই উৎপাদন বেড়েছে।

শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, নির্মাণ ও অন্যান্য খাতে মোট দেশজ উৎপাদন বেড়েছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে বৃদ্ধির হার ১৪ দশমিক ০৪ শতাংশ। সুতা, কাপড়, চিনি, সিমেন্ট, ইউরিয়া, সাইকেল, টিভির উৎপাদন বেড়েছে।

৪২২০ টাকা

(প্রথম পৃঃ পর)

মুদ্রাস্ফীতিও।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ (৮৬-৮৭) থেকে জানা যায়, পূর্ববর্তী বছর (৮৫-৮৬)—এর প্রথম ন'মাসের (জুলাই–মার্চ) তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময় ঢাকায় মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা ১১ দশমিক ৬১ ভাগ বেড়েছে।

বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ন'মাস অর্থাৎ ৮৬-এর জুলাই থেকে ৮৭-এর মার্চ পর্যন্ত গড়ে বৃদ্ধির হার খাদ্যে ১৫ শতাংশের কিছু বেশি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ২ শতাংশ, বাসস্থান ও গৃহস্থালী খাতে ৯ শতাংশের সামান্য বেশি, বস্ত্র ও পাদুকা খাতে সাড়ে ৬ শতাংশ ও বিবিধ খাতে প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে। ৭৩-৭৪ সালে এসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ১০০ টাকা ধরা হলে ৮৬-৮৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৯ টাকায়।

ঢাকায় নিম্ন আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার মধ্যবিত্তের তুলনায় বেশী। নিম্ন আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার ব্যয় ৮৬-এর মার্চের তুলনায় ৮৭-এর মার্চে বেড়েছে ১৩ শতাংশ। নিম্ন আয়ের লোকদের বাসস্থান-গৃহস্থালী, পোশাক, পাদুকা ও বিবিধ খাতে ব্যয়ের হার শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত বেড়েছে।

সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গ্রামীণ লোকদের জীবনযাত্রার ব্যয়। একই সময়ে ঢাকা জেলার গ্রামীণ লোকদের ব্যয়ের সূচক বেড়েছে শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ। গ্রামীণ লোকদের খাদ্য খাতেই ব্যয়ের পরিমাণ সর্বাধিক বেড়েছে— শতকরা প্রায় ২২ ভাগ। তবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় কমেছে শতকরা প্রায় ১ ভাগ।

মুদ্রাস্ফীতি

একই সময়ে ব্রডমানি বা ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ ৮৯৯ কোটি টাকা থেকে ৭.২৯ শতাংশ বেড়ে ১৩,২৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে ন্যারো মানি বা সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ প্রায় ৪ শতাংশ কমেছে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

089-C

৪৩৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীও ঘোষণা করেন। ৫০৪৬ কোটি টাকার এই উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪৩৪ কোটি টাকাসহ বিদেশী সাহায্য ও অনুদান মিলে ৪৬২৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার অর্থ সংস্থানের পর ঘাটতি দাঁড়ায় ৪১৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ নয়া কর ও রাজস্ব আরোপের মাধ্যমে সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হয়। এই কর্মসূচীর অর্থ সংস্থানে বৈদেশিক সাহায্যের অনুপাত শতকরা ৮৫ ভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। ১৯৮৭-৮৮ সালে অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৫.১ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে ৯.৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে বাজেটে আশা করা হয়েছে।

৮৬-৮৭ সালের সংশোধিত বাজেট

অর্থমন্ত্রী ৮৭-৮৮ সালের বাজেটের সঙ্গে চলতি অর্থ বছরের জন্যও একটি সংশোধিত বাজেট পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী জানান যে চলতি সালে মূল রাজস্ব বাজেটে মোট প্রাপ্তি ধরা হয়েছিল ৪৮৪০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এই অংক পরিবর্তিত হয়ে ৪৭১৭ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। কর খাতে রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস পাবে ২৪৮ কোটি টাকা। মূল প্রাক্কলনের তুলনায় রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস সত্ত্বেও ৮৫-৮৬ সালের তুলনায় চলতি সালে রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে শতকরা ১৫ ভাগ।

অর্থমন্ত্রী জানান চলতি বছরে অনুন্নয়নমূলক রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৭৪০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩৯৫৫ কোটি টাকা। মূল বাজেটে যেখানে ১১শ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছিল তা হ্রাস পেয়ে ৭৬১ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। একই ভিত্তিতে অনুন্নয়নমূলক রাজস্ব বাজেটের সার্বিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ মূল বাজেটের ৭০৫ কোটি টাকার স্থলে সংশোধিত বাজেটে ৬১২ কোটি টাকায় এসে দাঁড়াবে।

চলতি বাজেটে সার্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ২-এর স্থলে ৪ দশমিক ৪ ভাগ হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান।

অর্থমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দারিদ্র বিমোচনের ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের দুর্বল শ্রেণীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। বিগত দু বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। আগামী বাজেটে যে সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন হবে সেগুলো হচ্ছে কৃষি খাতে বিনিয়োগ, পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সুবিধার জন্য সেচ ব্যবস্থা, তাঁতীদের উৎপাদন ব্যবস্থায় ও কুটির শিল্পে সহায়তা দান। এই সব খাতে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে মোট ব্যয় হবে ২০২৫ কোটি টাকা।

জাতীয় সংসদে বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদি জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ আহরণ ব্যাহত হয় তাহলে তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

বেতন বাড়ল

(প্রথম পৃঃ পর)

নের ছাত্র বেতন অপরিবর্তিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শিক্ষা খাতে খরচের পরিমাণ সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার অনেক বেশি।

বিষয়টি ২রা জুন, ১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বিবেচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ১লা জুলাই, ১৯৮৭ থেকে সরকারী মাদ্রাসাসহ সরকারী স্কুল, কলেজে বর্তমান ছাত্র বেতন বাড়ানো হবে।

উল্লেখ্য, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন নিম্নোক্ত হারে বৃদ্ধি করার পরও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন অপেক্ষা কম থাকবে।

আগামী ১লা জুলাই ১৯৮৭ থেকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক ছাত্র বেতন নিম্নরূপ হবে:

১ম ও ২য় শ্রেণী: ২ টাকার স্থলে ৪ টাকা। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী: ৩ টাকার স্থলে ৬ টাকা। ষষ্ঠ শ্রেণী: ৪ টাকার স্থলে ৮ টাকা। ৭ম ও ৮ম শ্রেণী: ৫ টাকার স্থলে ১০ টাকা। ৯ম ও ১০ম শ্রেণী: ৬ টাকার স্থলে ১২ টাকা। একাদশ ও দ্বাদশ (কলা ও বাণিজ্য) শ্রেণী: ৮ টাকার স্থলে ১৬ টাকা। একাদশ ও দ্বাদশ (বিজ্ঞান) শ্রেণী: ৯ টাকার স্থলে ১৮ টাকা। বিএ ও বিকম শ্রেণী: ৯ টাকার স্থলে ১৮ টাকা। বিএসসি শ্রেণী: ১০ টাকার স্থলে ২০ টাকা।

শুধুমাত্র সরকারী কলেজসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: বিএ (অনার্স), বিকম (অনার্স): ১০ টাকার স্থলে ২০ টাকা। বিএসসি (অনার্স): ১২ টাকার স্থলে ২৪ টাকা। এমএ, এমএসসি, এমকম: ১২ টাকার স্থলে ২৪ টাকা।

কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট: ১ম ও ২য় বর্ষ: ৫ টাকার স্থলে ১০ টাকা। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট: ডিপ্লোমা: ৫ টাকার স্থলে ১০ টাকা। ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট: ৩ টাকার স্থলে ৬ টাকা।

গবর্নমেন্ট মাদ্রাসা: দাখিল শ্রেণী: ৩১ পয়সার স্থলে ২ টাকা। আলিম ও ফাজিল শ্রেণী: ৬২ পয়সার স্থলে ৩ টাকা। কামিল শ্রেণী: ১ টাকা ২৫ পয়সার স্থলে ৫ টাকা।

খবর তথ্য বিবরণীর।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... JUN 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ...

089-D

হাসপাতালে ফি

(১—এর পৃ: পর)

জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে কর আদায়ের হার পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সর্বনিম্ন পর্যায়ের। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে। অর্থমন্ত্রী জানান এটা জাতির জন্যে কোন গৌরবের বিষয় নয়।

মন্ত্রী বৈদেশিক ডাকমাশুল এবং অভ্যন্তরীণ ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে আয় বৃদ্ধি হবে প্রায় এক কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। অভ্যন্তরীণ চিঠিপত্রাদির মাশুলের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে পোস্ট কার্ড ও খামের মাশুল বৃদ্ধি করা হবে না বলে তিনি জানান।

সরকারী হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোর রোগীদের কাছ থেকে নাম মাত্র ফি আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। উপজেলা হাসপাতালে দু টাকা, জেলা হাসপাতালে তিন টাকা ও মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশেষ হাসপাতালে পাঁচ টাকা ফি ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে। আউটডোর রোগীদের জন্য অনুরূপভাবে উপজেলা স্তরে এক টাকা; জেলাস্তরে দু টাকা, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষ হাসপাতালে তিন টাকা ফি দিতে হবে। একই সঙ্গে সরকারী হাসপাতালের কেবিন ও পেয়িং বেডের ভাড়া বৃদ্ধি, বেসরকারী ক্লিনিকের ওপর কর বৃদ্ধি, মেডিক্যাল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি, খাদ্য ও পানির পরীক্ষা ফি বাড়ানো হবে। এর ফলে অতিরিক্ত প্রাপ্তির পরিমাণ ৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা হবে বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া ওষুধ উৎপাদন ফি, ওষুধ লাইসেন্স ফি, ওষুধ বিক্রয় ফি, ঔষধ রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা ফি, প্রভৃতি বৃদ্ধি করে আরও অতিরিক্ত তিন কোটি টাকা আয় হবে বলে মন্ত্রী সংসদকে জানান।

অর্থমন্ত্রী ১৯৮৭-৮৮ সালের রেলওয়ে বাজেটে বিপুল ঘাটতির কথা উল্লেখ করে জানান ট্রেনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার হার বাস ও লঞ্চ ভাড়ার চেয়ে অনেক কম। তিনি আগামী মাস থেকে ট্রেনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার হার শতকরা ১০ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করে জানান যে এ থেকে আনুমানিক সাড়ে চার কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে।

তিনি রেলওয়ে থেকে সর্বমোট ২৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের প্রস্তাব করেন।

অর্থমন্ত্রী কৃষি জমিতে ভূমি উন্নয়ন করের সর্বনিম্ন দাবী এক টাকার স্থলে দু টাকা ধার্য করে আগামী অর্থবছরে অতিরিক্ত ২৩ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনার কথা জানান।

কুমিল্লা বাইপাস ও ফেনী বাইপাসের ওপর দিয়ে চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহনের ওপর বিভিন্ন হারে টোল ধার্য করে চার কোটি টাকা, মোটরযান কর শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি এবং রুট পারমিট ফি পুনর্নির্ধারণ করে আরও এক কোটি ৪৮ লক্ষ ও ৭৮ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির কথা অর্থমন্ত্রী সংসদকে জানান।

বিদেশ ভ্রমণ করের অব্যাহতির সুবিধা সম্পূর্ণ তুলে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন এই কর অব্যাহতির পক্ষে কোন জোরালো যুক্তি নেই। বরং এই অব্যাহতি তুলে দেয়া হলে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

আগামী অর্থবছরে ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প, বস্ত্র শিল্প, রাসায়ন শিল্প ও যাত্রীবাহী সড়ক পরিবহণ শিল্পে কাঁচামালের আমদানী শুল্ক উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছে। অর্থমন্ত্রী তার কর প্রস্তাবে জানান স্থানীয়ভাবে ট্রেড টিনসহ গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাতজাত দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের কাঁচামাল বিপি শীটের ওপর শতকরা ৫০ ভাগ শুল্ক ও ১০ ভাগ বিক্রয় কর প্রযোজ্য ছিল। মধ্যবর্তীকালীন সংশোধনীতে তা একীভূত করে শতকরা ২০ ভাগ আমদানী শুল্ক এবং ১০ ভাগ বিক্রয় কর অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এছাড়া সাইকেলের রিং, জিআই পাইপ ও অনুরূপ শিল্পে ব্যবহার্য এম এস প্লেটের ওপর বর্তমানে প্রযোজ্য আমদানী শুল্ক ২০ ভাগ হ্রাস করা হয়েছে। এম এস রডের ওপর বর্তমান বিক্রয়কর অব্যাহত রেখে আমদানী শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বেতন ভোগীদের জন্য আয় করের সীমা ৩০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৬ হাজার টাকা করা হয়েছে।

জমি হস্তান্তরে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স রেয়াত প্রত্যাহার করা হয়েছে।